চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ৮ আগস্ট ২০২২ খ্রি.

ফজিলাতুন নেচ্ছার জন্মদিন উপলক্ষ্যে চসিকের আলোচনা সভায় মেয়র

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা ছিলেন বিজয়ী লক্ষী নারী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গমাতা ছিলেন নিরব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যিনি বঙ্গবন্ধুকে সার্বক্ষণিক সাহস অনুপ্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিলেন। বঙ্গমাতা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সকল প্রেরণার উৎস। ইতিহাসে ফজিলাতুন নেছা মুজিব কেবল একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কের সহধর্মিনীইনন বাঙ্গালির মুক্তিসংগ্রামে অন্যতম এক প্রেরণাদাত্রী। বাঙ্গালি জাতির সূদীর্ঘ স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষপে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন এবং ছায়ার মত অনুসরণ করছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে। আজ সোমবার সকালে সিটি কর্পোরেশন সম্মেলন কক্ষে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেচ্ছার ৯২তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে মহিয়সী বঙ্গমাতার চেতনা, অদম্য বাংলাদেশের প্রেরণা শীর্ষক আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন্নেছা'র সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, লায়ন মো. ইলিয়াছ, হাসান মুরাদ বিপ্লব, নুরুল আলম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর রুমকি সেন গুপ্ত, তসলিমা বেগম নুরজাহান, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, উপ-সচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আকবর আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী মির্জা ফজলুল কাদের প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা ছিলেন বিজয়ী লক্ষী নারী, পৃথিবীতে অনেক রাজনৈতিক নেতার হত্যাকান্ড ঘটেছে, কোনটাতেই নেতার স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে এমন নজির নেই। বেগম মুজিব তো সক্রিয় রাজনীতি করতেন না, তা হলে কেন হত্যার শিকার হলেন? এটি উপলব্ধির বিষয়। তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় না হলেও তিনি সময়কে বুঝতেন। কোন সময় কি কাজ কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রয়োজন তা উপলব্ধি করতে পারতেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যখন জেলখানায় ছিলেন, বেগম মুজিব তাঁকে কাগজ কলম দিয়ে এসেছিলেন, বলেছিলেন লেখেন আপনি পারবেন, আপনার অনেক কিছু লেখার আছে" বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ যেমন বিশ্বের সেরা ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী একদিন সেরা আত্মজীবনী হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। এই উপলব্ধিতা বঙ্গবন্ধুকে আসল কর্মপ্রস্থা গ্রহন করতে সাহায়ক হবে। বেগম মুজিব থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা নেয়ার আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করনে। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছার ৯২তম জন্মদিনে চসিকের অন্যন্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সকাল সাড়ে ৯টা খতমে কোরআন, মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মুনাজাত। মুনাজাত পরিচালনা করেন চসিক মাদ্রাসা পরিদর্শক মাওলানা হারুনুর রশিদ চৌধুরী। এছাড়াও নগর ভবনে স্থাপিত বেগম ফজিলাতুন নেছার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শুলকবহর ওয়ার্ডে বঙ্গমাতার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মেয়র

বঙ্গমাতার আদর্শকে অনুসরন করা গেলেই নারী সমাজের অগ্রগতি সম্ভব

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কেবল বঙ্গবন্ধুর সহর্ধমিণী ছিলেন না, ছিলেন সহযোদ্ধা, নিরব রাজনৈতিক কর্মী। তিনি বলেন, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ছিল প্রখর। শেখ হাসিনা, শেখ রেহেনা যখন বিদেশে চলে যান, তখন কর্তব্যরত সিপাহীকে দেখিয়ে বলেছিলেন, আজ ওর বন্দুক মাটির দিকে তাক করা, কাল হয়তো এই বাড়ির দিকে তাক করবে। এমন একজন মহিয়সী নারী কত হাজার বছরে আসবে জানিনা। তিনি সকলকে বঙ্গমাতার আর্দশকে অনুসরণ করার আহবান জানান। আজ সোমবার সকালে শুলকবহর ওয়ার্ডে একটি কমিউনিটি সেন্টারে বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মদিবসে দুঃস্থ নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন ও শাড়ী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও যুবলীগ নেতা এম আর আজিমের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোবারক আলী, আওয়ামী লীগ নেতা মামুনুর রশিদ, ইউনুছ গণি, শরফুদ্দিন রাজু, রেহান উদ্দীন, বেলাল হোসেন, রুবেল শীল প্রমুখ।

মেয়র বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের আত্মত্যাগ ও মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নারীসমাজকে জাগ্রত হওয়া আহবান জানান। অনুষ্ঠানে ২০০জন দুস্থ নারীর মাঝে সেলাই মেশিন ও বস্ত্র বিতরন করা হয়।

চসিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফিংগার প্রিন্টের মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিত করণ অনুষ্ঠানে মেয়র

আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া না গেলে সর্বক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে পড়তে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে বিশ্বের উন্নয়নের গতি পরিলক্ষিত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করতে চেয়ে ছিলেন। দৃঢ়প্রীতজ্ঞ বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই রচিত হয় একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি, যা-বাংলাদেশেকে ডিজিটাল বিপ্লবে অংশগ্রহণের পথ দেখায়। তার সঠিক বাস্তবায়ন করেছেন তাঁরই সুযোগ্য কণ্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আরো বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করা না গেলে নিজেরা যেমন পিছিয়ে যাব দেশও উন্নত বিশ্বের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে। তাই আধুনিক প্রযুক্তির সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করা আজ সময়ের দাবী। আজ সোমবার সকালে ষোলশহর ওয়ার্ড কার্যালয়ে চসিকের ৪১টি ওয়ার্ডে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট মেশিনের মাধ্যমে দৈনিক উপস্থিতি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে ও মেয়রের একান্ত সচিব, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর এম আশরাফুল আলম, সচিব খালেদ মাহমুদ, তত্ত্বাধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, আইটি অফিসার, মো. ইকবাল হাসান, আওয়ামীলীগ নেতা শামসুল আলম, আবুল কালাম প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। নাগরিক সেবা নিশ্চিত করাই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মুলকাজ। সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে ফিঙ্গারিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কাজে ফাঁকি দেয়ার কোন অবকাশ নেই। নিজের কাজের প্রতি আন্তরিক এবং নিষ্ঠাবান হওয়ার জন্য আধুনিক এ প্রযুক্তি সংযোজন সময়ের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। মেয়র গৃহকর নিয়ে নগরবাসিকে কোন ধরণের বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, ২০১৭ সালের কর পুন: মূল্যায়নে কোন অসংগিত মনে হলে তা আপীলের মাধ্যমে সমাধান করার জন্য নগরবাসির প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি আপীলের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া গৃহকর কমানো সম্ভব নয় বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন। মেয়র আপীল ফরম অনলাইন, কাউন্সিলর কার্যালয় ও কর কার্যালয়ে পাওয় যাবে বলে নগরবাসিকে অবহিত করনে। তিনি ভবন মালিকদের আপীল করার বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

বিভিন্ন স্থানে উচ্ছেদ অভিযানে
৯ ব্যক্তিকে ৩৬ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে নগরীর চান্দগাঁও থানার পাঠানিয়া গোদা এলাকা, জিইসি মোড়, ও আর নিজাম রোড এবং গোলপাহাড় মোড়ে রাস্তা ও ফুটপাতের উভয় পার্শ্বের বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনাসহ দোকানপাট উচ্ছেদ করে রাস্তা ও ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়। অভিযানে রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে দোকানের সামনের অংশ বর্ধিত করার অপরাধে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল রেখে জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে আরো অংশ নেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩